নির্মল বায়ু আইন, ২০১৯

বায়ু দূষণরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং বায়ুমানের উন্নতি, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের সুরক্ষায় প্রণীত আইন।

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮ক অনুযায়ী পরিবেশ সুরক্ষা রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি; এবং

যেহেতু দেশের বিভিন্ন অংশে বায়ুমান সন্তোষজনক অবস্থায় রাখার জন্য এবং পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য এবং নাগরিকের জীবন ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের অধিকার এর নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আইন প্রণয়ন জরুরি হইয়া পড়িয়াছে,

সেহেতু, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিশুদ্ধ ও লাগসই প্রযুক্তি এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদন প্রক্রিয়া, অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং পরিবহন ব্যবস্থা উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে বায়ুদূষণ রোধ ও প্রশমনকল্পে এই আইন প্রণীত হইল।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং ভূমিকা।-(১) এই আইনটি নির্মল বায়ু আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) আইনটি সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) আইনটি অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।-

(ক) "পরিবেষ্টক বায়ুমান" (Ambient Air Quality) বলিতে কোনো অঞ্চলে বাতাসের মান এবং বায়ুমন্ডলে বাতাসের গড়মানকে বুঝাইবে যাহা দূষণের উৎসে নিঃসরিত বায়ুমান হইতে ভিন্ন;

(খ) "উপদেষ্টা পরিষদ" বলিতে এই আইনের ১৪ ধারায় উল্লিখিত জাতীয় বায়ু দূষণ উপদেষ্টা পরিষদকে বুঝাইবে;

(গ) "বায়ু দূষক" বলিতে বাতাসে উপস্থিত এমন কোন পদার্থ বুঝাইবে যাহা জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর অথবা ক্ষতিকর হইতে পারে;

(ঘ) "বায়ুদূষণ" বলিতে বস্তু/বস্তুকণা (কঠিন, তরল, বায়বীয়) যাহা নির্ধারিত মানমাত্রার অধিক পরিমাণে বায়ুমন্ডলে উপস্থিত থাকিয়া বাতাসের (গৃহাভ্যন্তর ও বাহিরের) স্বাভাবিক কার্যকারিতা ব্যাহত করে, জনস্বাস্থ্য, উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের জন্য ক্ষতিকর এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধিত হয় বায়ুর এমন অবস্থাকে বুঝাইবে;

(ঙ) "বায়ুমান উন্নতকরণ তহবিল" বলিতে এই আইনের ১৯ ধারা মতে সৃষ্ট তহবিলকে বুঝাইবে;

(চ) "এয়ারশেড" বলিতে এমন অঞ্চলকে/এলাকাকে বুঝাইবে যেখানে বায়ুর একই প্রবাহ থাকে এবং বায়ু একই সাথে দূষিত ও নিশ্চল হইতে পারে;

(ছ) "অধিদপ্তর" বলিতে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ৩ ধারা মোতাবেক স্থাপিত পরিবেশ অধিদপ্তরকে বুঝাইবে;

(জ) "মহাপরিচালক" বলিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে বুঝাইবে;

(ঝ) "নিঃসরণ" বলিতে কোন সুনির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট, চলমান, স্থির, গৃহাভ্যন্তরীণ বা বাহিরের উৎস হইতে বায়ুমন্ডলে সঞ্চারিত কোন বায়ু দূষক, গ্যাসের প্রবাহ বা অনাকাঙ্খিত নির্গমনকে বুঝাইবে;

(ণ) "নিয়ন্ত্রণাধীন নিঃসরণ সনদ" বলিতে এই আইনের ১২ ধারায় বর্ণিত সনদকে বুঝাইবে;

(ট)"গ্রীণহাউস গ্যাস" বলিতে বায়ুমন্ডলে থাকা সে সকল প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট গ্যাসীয় উপাদানকে বুঝাইবে যাহা বিকিরণ, শোষণ ও পুনঃ নিঃসরণ করে (যেমন-কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাসঅক্সাইড, ক্লোরো-ফ্লোরো কার্বন, ওজোন, জলীয়বাষ্প, ইত্যাদি) এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে চিহ্নিত অন্যান্য সকল গ্যাসকে বুঝাইবে;

(ঠ) "অভ্যন্তরীন জাহাজ" বলিতে অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর ২(ঙ) ধারায় সংজ্ঞায়িত জাহাজকে বুঝাইবে;

(ড)"স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান" বলিতে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশনকে বুঝাইবে;

(ঢ)"তালিকাভুক্ত কর্মক্রম" বলিতে এই আইনের ১২ ধারায় উল্লিখিত কর্মকান্ডকে বুঝাইবে;

(ণ) "ইঞ্জিন/চালনা শক্তি" বলিতে মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ২(২০) ধারায় সংজ্ঞায়িত ইঞ্জিন/চালনা শক্তিকে বুঝাইবে;

(ত)"চলমান উৎস" বলিতে শনাক্তযোগ্য এমন বায়ু দূষক উৎসকে বুঝাইবে যাহা চলমান অবস্থান হইতে নিঃসরণ করে, যেমন: যানবাহন, নৌযান, রেলগাড়ি ইত্যাদি;

(থ)"মোটরযান" বলিতে মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩-এর ধারা ২(২৯)-এ সংজ্ঞায়িত মোটরযানকে বুঝাইবে;

(দ)"জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা" বলিতে এই আইনের ১০ ধারায় বর্ণিত পরিকল্পনাকে বুঝাইবে;

(ধ)"ডিগ্রেডেড এয়ারশেড" বলিতে ইট প্রস্তুত ও ইটভাটা (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) এর ৮ (৪) (ছ) ধারায় সজ্ঞায়িত "ডিগ্রেডেড এয়ারশেড" বুঝাইবে।

(ন)ডিগ্রেডেড এয়ারশেড এলাকার বায়ুমান উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা" বলিতে এই আইনের ১১ ধারায় উল্লিখিত পরিকল্পনাকে বুঝাইবে;

(প)"অনির্দিষ্ট উৎস" বলিতে বায়ু দূষক নিঃসরণের এমন উৎসকে বুঝাইবে যাহা একক শনাক্তযোগ্য উৎস বা নির্দিষ্ট স্থান হইতে উদ্ভুত নহে এবং যাহা মরু, বন, খোলা আগুন, খনি কর্মকান্ড, কৃষি কর্মকান্ড ও মজুদকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(ফ)"ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসমূহ" বলিতে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ২(বি) তে সংজ্ঞায়িত দ্রব্যসমূহকে বুঝাইবে;

(ব)"নির্দিষ্ট উৎস" বলিতে বায়ু দূষক নিঃসরণের এমন উৎসকে বুঝাইবে যাহা একক্ভাবে শনাক্তযোগ্য উৎস এবং যাহা নির্দিষ্ট স্থান হইতে উদ্ভূত, যেমন: শিল্প অঞ্চলে শিল্পকারখানা, র্নিমানাধীন এলাকায় নির্মাণ কার্যক্রম ইত্যাদি;

(ভ)"দূষণ" বলিতে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ২(খ) ধারায় প্রদত্ত দূষণের সংজ্ঞাকে বুঝাইবে;

(ম)"দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি" বলিতে এমন উৎপাদন প্রক্রিয়া, জ্বালানি প্রজ্জলন প্রক্রিয়া বা অন্য কোন মাধ্যম বুঝাইবে যাহা কার্যকরীভাবে নিঃসরণ বা নির্গমণ প্রতিরোধ বা হ্রাস করে;

(য)"দূষণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা" বলিতে এই আইনের ১৩ ধারায় উল্লিখিত পরিকল্পনা বুঝাইবে;

(র)"প্রধান বায়ূদূষক" বলিতে এই আইনের ১৩ ধারায় ঘোষিত দূষকসমূহকে বুঝাইবে;

(ল)"অর্জনীয় মানমাত্রা/সম্পাদনযোগ্য মানমাত্রা" বলিতে বায়ু দূষক নিঃসরণের সেই মানমাত্রাকে বুঝাইবে যাহা নিঃসরণ হ্রাসকরণে সর্বোত্তম পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব এবং যাহা ব্যয় সাশ্রয় ও জ্বালানি সাশ্রয়ের মাধ্যমে পরিবেশের ও জনস্বার্থের প্রভাব বিবেচনায়, নিঃসরণের গ্রহণযোগ্য সীমার প্রতিফলন ঘটায়;

(ব)"স্থির উৎস" বলিতে কোন দালান বা চলমান নয় এমন কাঠামো, সুবিধাদি বা স্থাপনা বুঝাইবে যাহা হইতে বায়ু দূষক নির্গত হয় বা হইতে পারে, যেমন: শিল্প কারখানা, ইটভাটা, অবকাঠামো নির্মাণকাজ ইত্যাদি।

৩। আইন প্রয়োগের নীতি **(Principle):** এই আইনের প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পূর্ব সতর্কতামূলক (precautionary), টেকসই উন্নয়ন (sustainable development) এবং দূষণকারী কর্তৃক ব্যয়ভার বহন (polluter pays) সংক্রান্ত নীতিসমূহ অনুসৃত হইবে।

৪। অন্যান্য আইনের প্রয়োগঃ এই আইনের বিধানাবলী পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ ও বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধিমালার অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হইবে। তবে অন্য কোনো আইনের বিধানাবলী এই আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হইলে এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৫। মহাপরিচালকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।- (১) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, বায়ু দূষণরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং বায়ুমানের উন্নতি, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের সুরক্ষার উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক তৎকর্তৃক সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত সকল কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই আইনের অধীন তাহার দায়িত্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় লিখিত নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, অনুরূপ কার্যক্রমে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন কার্য অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথাঃ-

(ক) এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর সহিত সমন্বয় সাধন;

(খ) বায়ুর গুনগতমান সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং বায়ুর দূষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি অনুসন্ধান ও গবেষণা এবং অন্য যে কোন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে অনুরূপ কাজে সহযোগিতা প্রদান;

(গ) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট পক্ষকে শুনানির যৌক্তিক সুযোগ প্রদান করিয়া নিষেধাজ্ঞাসহ প্রচলিত পণ্য ও বিদ্যমান প্রক্রিয়ার ক্রমান্বয় অপসারণ, বিকল্প পণ্য বা প্রক্রিয়া প্রচলন, নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ, বায়ুমানের পুনঃস্থাপন এবং শিল্পসহ অন্যান্য দূষণকারী প্রতিষ্ঠান, কর্মকান্ড, এবং নিয়ন্ত্রিত নিঃসরকের স্থানান্তর অথবা বন্ধ অথবা কর্মকান্ড স্থগিতের নির্দেশ প্রদান;

(ঘ) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বায়ুমান পরিবীক্ষণ যন্ত্রপাতি বা পদ্ধতি স্থাপন, ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উপাত্ত্ব সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা প্রদান;

(ঙ) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা প্রকল্প অথবা কর্মকান্ড অথবা অন্য যে কোনো উৎস হইতে বস্তুকণা বা গ্যাস বা বা যে কোনো প্রকার পদার্থ বা উপাদান বায়ুমন্ডলে নিঃসরণ বা উদগীরিত হইয়া বা অন্য কোনো উপায়ে বায়ুকে দূষিত করিলে অথবা করিতে পারে এমন আশংকা সৃষ্টি হলে দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং উপশমের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারিবে;

(চ) যে সকল উৎপাদন প্রক্রিয়া, দ্রব্য এবং বস্তু বায়ু দূষণ ঘটাইতে পারে সেই সকল উৎপাদান প্রক্রিয়া,দ্রব্য এবং বস্তু নিয়ন্ত্রণ বা পরিহার করিবার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) (ক) মহাপরিচাকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা প্রকল্প অথবা কর্মকান্ড অথবা অন্য যে কোনো উপায়ে বায়ুকে দূষিত করিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিবেশ ব্যবস্থা বা কোন ব্যক্তি বা গোষ্টির ক্ষতি সাধন করিয়াছে সেইক্ষেত্রে উক্ত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক উহা পরিশোধ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা উভয় প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এইরূপ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

(খ) উপ-ধারা (৩) (ক) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিলে মহাপরিচালক যথাযথ এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থতার জন্য ফৌজদারী মামলা বা উভয় মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(গ) উপ-ধারা (৩) (ক) এর অধীনে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যথাযথ ক্ষেত্রে যে কোন বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে মহাপরিচালক দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

(ঘ) সরকার এই উপ-ধারার অধীনে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তৎসম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মহাপরিচালককে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন প্রদত্ত নির্দেশে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা প্রকল্প অথবা কর্মকান্ড অথবা অন্য যে কোনো উৎস বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়ও থাকিতে পারিবে এবং নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুরূপ নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে,-

(ক) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা প্রকল্প অথবা কর্মকান্ড অথবা উৎস বন্ধ বা নিষিদ্ধ করিবার পূর্বে মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা প্রকল্প অথবা কর্মকান্ড অথবা উৎসের মালিক বা দখলদারকে উহার কর্মকান্ড পরিবেশসম্মত করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত নোটিশ প্রেরণ করিবেন; এবং

(খ) মহাপরিচালক যথাযথ মনে করিলে উক্ত নোটিশে ইহাও উল্লেখ করিতে পারিবেন যে, নোটিশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড পরিবেশসম্মত না করা হইলে ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) অথবা ধারা ২২ এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবেঃ

আরো শর্ত থাকে যে, কোন ক্ষেত্রে বায়ু দূষণের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হইবার আশংকা দেখা দিলে মহাপরিচালক, জরুরী বিবেচনায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৫) মহাপরিচালক অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক এ ধারার অধীন জারীকৃত নির্দেশে সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদন করার সময়সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবে।

৬। **প্রবেশ ইত্যাদির ক্ষমতা।**- (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, মহাপরিচালক হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, কোন ব্যক্তি সকল যুক্তিসংগত সময়ে এবং কোনরূপ পূর্ব নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা সহকারে যে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা প্রকল্প অথবা কর্মকান্ড অথবা দূষণের উৎস স্থলে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে প্রবেশ করার অধিকারী হইবেন, যথাঃ-

(ক) প্রয়োজনে যে কোন দূষণের উৎস, নিয়ন্ত্রিত নিঃসরক, পরীবিক্ষণ যন্ত্রপাতি অথবা পদ্ধতি পরিদর্শন এবং নিঃসরণ পরীক্ষা;

(গ) কোন সরঞ্জাম, শিল্প-প্ল্যান্ট, রেকর্ড, নথি, রেজিষ্ট্রার, দলিল অথবা তৎসংশ্লিষ্ট অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরীক্ষা এবং যাচাই করা;

(ঘ) এই আইন বা বিধি বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ ভঙ্গ করিয়া কোন অপরাধ কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা প্রকল্প অথবা উৎস স্থলে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত ব্যক্তির যুক্তিসংগতভাবে বিশ্বাস করার কারণ থাকিলে, উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা প্রকল্প অথবা কর্মকান্ড অথবা দূষণের উৎসস্থলে তল্লাশী পরিচালনা করা;

(ঙ) এই আইন বা বিধির অধীন দন্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার হইতে পারে এইরূপ কোন সরঞ্জাম, শিল্প-প্লান্ট, রের্কড, নথি, রেজিষ্ট্রার, দলিল অথবা অন্য কোন কিছু আটক করা।

(২) কোন শিল্প কারখানা বা প্রক্রিয়া পরিচালনাকারী বা কোন বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবহারকারী ব্যক্তি এই আইনের অধীন দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সকল সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন সকল তল্লাশী ও আটকের ব্যাপারে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর বিধান অনুসরণ করা হইবে।

৭। ক্ষমতা অর্পণ।- (১) সরকার এই আইন বা বিধির অধীন উহার যে কোন ক্ষমতা মহাপরিচালক বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারে।

(২) মহাপরিচালক এই আইন বা বিধির অধীন তাহার যে কোন ক্ষমতা অধিদপ্তরের যে কান কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৮। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ।- (১) এই আইনের অধীন কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোনো সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অনুরোধ করা হইলে উক্ত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ উক্ত সহায়তা প্রদান করিবে।

৯। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে মানমাত্রা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।-(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সময় সময়ে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপণ অথবা বিধিমালার মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বায়ুদূষকের তালিকা, বায়ুর মানমাত্রা, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, নির্দেশিকা এবং নির্ণায়ক/মানদণ্ডসমূহ নির্ধারণসহ নিম্নলিখিত করণীয় অন্তর্ভূক্ত করিতে পারিবেঃ

(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান, যানবাহন, পরিবহন ও অন্যান্য উৎসের বায়ু নিঃসরণ মানমাত্রা নির্ধারণ, যেমন: বিদ্যুৎকেন্দ্র, ইটভাটা, সিমেন্ট কারখানা, ইস্পাত কারখানা, লৌহ ঢালাই, বয়লার ইত্যাদি;

(খ) প্রকল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকান্ড, গৃহাভ্যন্তরীণ ও পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রা নির্ধারণ;

(গ) পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রা অর্জনের পদ্ধতি, ব্যবস্থা, প্রক্রিয়া ও নির্দেশিকা;

(ঘ) বায়ু দূষণের স্থির এবং চলমান উৎসসমূহসহ অন্যান্য বায়ু দূষকের জন্য জাতীয় অর্জনীয় মানমাত্রাসমূহ;

(ঙ) স্থির, চলমান, সুনির্দিষ্ট (point), অনির্দিষ্ট (non-point) ও অন্যান্য উৎস হইতে নিঃসরণ পরিহার, নিঃসরণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ বা হ্রাসকরণের পদ্ধতি, ব্যবস্থা, প্রক্রিয়াসমূহ ও নির্দেশিকা;

(চ) ডিগ্রেডেড এয়ারশেড (degraded airshed) এবং নিয়ন্ত্রিত নিঃসরক (controlled emitters) নির্ধারণের মানদণ্ড;

(ছ) বায়ুমান পরীবিক্ষণ, বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং বায়ুমান সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনার নিয়ম, মানমাত্রা ও প্রক্রিয়া;

(জ) এই আইন বাস্তবায়নের প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক সংস্থাসমূহের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন এবং সমন্বয় ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ;

(ঝ) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি।

(২) এই আইনের অধীন প্রণীতব্য সকল পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উপধারা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপিত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ও মানমাত্রাসমূহ অনুসৃত হইবে।

১০। জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা।-(১) এই আইনের ৯ ধারার অধীনে নির্ধারিত মানমাত্রাসমূহ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদির উপর ভিত্তি করিয়া অধিদপ্তর, এই আইন বলবৎ হইবার পর সময়ভিত্তিক একটি জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণ করিবে, যাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে করণীয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে-

(ক) কৌশলগত ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাঠামো;

(খ) চলমান, সুনির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট উৎস এবং চিমনিসহ স্থায়ী উৎস হইতে নিঃসরিত বায়ুর কার্যকর ব্যবস্থাপনা;

(গ) গৃহাভ্যন্তরীন বায়ুমানের (indoor air quality) কার্যকর ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) ঝুঁকিপূর্ণ দূষক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা;

(ঙ) বায়ুমান ব্যবস্থাপনায় সর্বোত্তম চর্চাসমূহের স্বীকৃতি ও প্রচার;

(চ) পরিচ্ছন্ন, শক্তি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি, জ্বালানি, প্রক্রিয়াসমূহ;

(ছ) বায়ুমান পরীবিক্ষণ;

(জ) বায়ুমান এর বিষয়ে সচেতনতা, শিক্ষা, তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা;

(ঝ) বায়ুদূষণ বিষয়ে গবেষণা এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব নিরুপণ;

(ঞ) বায়ুমান ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা;

(ট) বায়ুমান ব্যবস্থাপনার জন্য টেকসই আর্থিক ব্যবস্থাদি;

(ঠ) বায়ুমানের উন্নয়ন এবং কার্যকরীভাবে দূষণরোধ ও নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল ব্যবস্থাসমূহ।

(২) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উপধারা (১) এ উল্লিখিত পরিকল্পনায় ধারা ৯ এ উল্লিখিত মানমাত্রাসমূহ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদির কার্যকরী বাস্তবায়নে সময়সীমা নির্দিষ্ট থাকিবে।

(৩) পরিকল্পনাটিতে ডিগ্রেডেড এয়ারশেড চিহ্নিতকরণ এবং চিহ্নিত ডিগ্রেডেড এয়ারশেডসমূহের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) উপধারা (১) এ বর্ণিত পরিকল্পনা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং তাহা সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

(৫) উপধারা (১) এ উল্লিখিত পরিকল্পনা পাঁচ বৎসর অন্তর পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করিবে।

১১। ডিগ্রেডেড এয়ারশেড এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত এলাকা ঘোষণা ও ব্যবস্থাপনা।- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপণের দ্বারা কোনো এলাকাকে ডিগ্রেডেড এয়ারশেড অথবা বিশেষ নিয়ন্ত্রণ এলাকা ঘোষণা করিতে পারিবে যদি সরকার এ মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে-

(ক) এলাকাটিতে নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রা অতিক্রান্ত হইতেছে অথবা এমন পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে যাহা ঐ এলাকা/অঞ্চলের পরিবেষ্টক বায়ুমানের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করিতেছে বা করিতে পারে; এবং

(খ) পরিস্থিতি সংশোধনে/নিয়ন্ত্রণে এলাকাটিতে সুনির্দিষ্ট বায়ুমান ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ড গ্রহণ ও করা প্রয়োজন।

(২) উপধারা (১) এর অধীন কোনো ঘোষণা প্রদান করিলে, অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সহিত পরামর্শক্রমে একটি সময়ভিত্তিক ডিগ্রেডেড এয়ারশেড বায়ুমান উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরি করিবে এবং অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(৩) উপধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোনো ঘোষণা পরিবর্তন বা প্রত্যাহার করা যাইতে পারে যদি সংশ্লিষ্ট এলাকার বায়ুমান পর পর দুই বৎসর পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

(৪) উপধারা (৩) মোতাবেক কোন ঘোষণা প্রত্যাহার করা হইলে উপধারা (২) মোতাবেক গৃহিত পরিকল্পনা বাতিল হইবে।

(৫) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপণের দ্বারা, বিরল প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, সংস্কৃতিক আবেদন সম্পন্ন বা বিশেষ বায়ুমান ব্যবস্থাপনা গ্রহণের দাবি রাখে এমন এলাকায় শিল্প বা প্রকল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ বা বিশেষ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে পারিবে।

(৬) অধিদপ্তর, উপধারা (১) এ উল্লিখিত এলাকাসমূহে, বায়ু দূষণকারী বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহকে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে এবং প্রয়োজনে ঐ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উল্লিখিত এলাকাসমূহ হইতে স্থানান্তর করার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৭) ডিগ্রেডেড এয়ারশেড এলাকার বায়ুমান উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত ব্যবস্থাদি ও নির্দেশনাবলী সকলের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

১২। বায়ু দুষণকারী কর্মকান্ডের তালিকা এবং ব্যবস্থাপনা।-(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপণ দ্বারা পরিবেশ, স্বাস্থ্য, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রতিবেশগত অথবা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর মারাত্বক ক্ষতিকর হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে বা হইতে পারে এমন বায়ু দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প এবং কর্মকান্ডসমূহের তালিকা প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত প্রজ্ঞাপণে ইহা কার্যকর হইবার তারিখ উল্লেখ থাকিবে এবং, তালিকাভুক্ত কর্মকান্ড হইতে নিঃসরণ-এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম নির্গমন মানমাত্রা স্থির করা থাকিবে যাহা নির্ধারিত সময়ে অর্জন করিতে হইবে; সে লক্ষ্যে এরূপ মানমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে-

(ক) নিঃসরণ হইতে পারে এমন পদার্থের বা পদার্থের মিশ্রনসমূহের নিঃসরণের অনুমোদনযোগ্য মাত্রা, পরিমাণ, হার অথবা ঘনত্ব; এবং

(খ) নিঃসরণসমূহ পরিমাপ পদ্ধতি।

(৩) সরকার উপধারা (১)-এর অধীন প্রজ্ঞাপণ জারি করিবে।

(৪) অধিদপ্তর উপধারা (১)-এর অধীন তালিকাভুক্ত কর্মকান্ডসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করিতে নির্দেশিকা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(৫) উপধারা (১)-এর অধীন তালিকাভুক্ত কর্মকান্ডসমূহ নিয়ন্ত্রণ করিতে অধিদপ্তর পরিবেশগত ছাড়পত্রে বায়ু দুষণ রোধের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাদির শর্ত যোগ করিতে, অথবা নিয়ন্ত্রনাধীন নিঃসরণ সনদ প্রদান করিতে অথবা তালিকাভুক্ত কর্মকান্ডের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে অধিদপ্তর কর্তৃক আরোপিত শর্ত অনুযায়ী বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা দাখিল করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৬) উপধারা (১)-এর অধীন তালিকাভুক্ত কর্মকান্ডসমূহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অধিদপ্তর ১০ ধারার অধীনে গৃহিত পরিকল্পনায় বর্ণিত ব্যবস্থাদি ছাড়াও প্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে এবং নির্দিষ্ট পণ্য, পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে হ্রাসকরত বিকল্প গ্রহণে অথবা নির্মাণ বা স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(৭) উপধারা (১)-এর অধীন প্রকাশিত তালিকায় নতুন কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করিয়া বা কোন কার্যাবলী অপসারণ করিয়া বা অন্য কোন বিষয়ে পরিবর্তন করিয়া তালিকাটি সংশোধন করা যাইবে।

১৩। দূষণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা।-(১) সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপণ দ্বারা বায়ু দূষণকারী কোন দ্রব্য/বস্তুকে সার্বিকভাবে বা কোন নির্দিষ্ট এয়ারশেড-এর জন্য প্রধান বায়ু দূষক হিসেবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) কোন দ্রব্য/বস্তু উপধারা (১) অনুসারে প্রধান বায়ু দূষক ঘোষিত হইলে অধিদপ্তর প্রজ্ঞাপণে নির্ধারিত ব্যক্তিবর্গকে সেই বায়ু দূষকের বিষয়ে সময়ভিত্তিক দূষণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২)-এর অধীন গৃহিত দূষণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত শর্তাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে এবং তাহা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হইবে।

১৪। উপদেষ্টা পরিষদ গঠন।- এই আইনের উদ্দ্যেশ্যপূরণকল্পে সরকার এবং অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, দিক নির্দেশনা ও সুপারিশ প্রদানের জন্য সরকার সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত সদস্যদের সমন্বয়ে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিবে।

১৫। বায়ুমান পরিবীক্ষণ।-(১) অধিদপ্তর এই আইনের বাস্তবায়ন ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বায়ুমান সুরক্ষায় গৃহিত কার্যক্রম সমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য দেশব্যাপী বায়ুমান পর্যবেক্ষণ করিবে।

(২) এই আইনের ৯ ধারার চাহিদামতে অধিদপ্তর দেশব্যাপী উপযুক্ত স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্রসহ আন্তঃদেশীয় বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করিবে এবং বায়ুমানের দীর্ঘমেয়াদী অবস্থা মূল্যায়নের জন্য বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্রসহমূহের তথ্যাবলী সংরক্ষণ করিবে।

১৬। যানবাহন সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ।- (১) যানবাহন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রকারী ব্যক্তি,সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ এই আইনের ৯ ও ১০ ধারার অধিনে প্রণীত গেজেট প্রজ্ঞাপণ অথবা বিধিমালায় নির্ধারিত মানমাত্রা, নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত কর্মপদ্ধতিসমূহ মেনে চলিবে ।

(২) পরিবেশ অধিদপ্তর সময় সময়ে যানবাহনের নিঃসরণ পরীক্ষা করিবে এবং অধিক দূষণকারী পুরাতন যানবাহন চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারবে।

(৩) এই আইনের অধিনে নির্ধারিত মানমাত্রা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অধিদপ্তর যানবাহনের কোনো ধরনের ইন্জিন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ অথবা নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

(৪) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ অথবা বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন অথবা যানবাহন লাইসেন্স প্রদানকারী বা অনুমোদনকারী অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স অথবা অনুমোদন প্রদানকালে নিজস্ব ব্যবস্থপনায় যানবাহনের নিঃসরণ মাত্রা সরকারের নির্ধারিত মাত্রা অনুযায়ী নিশ্চিত করিবে।

১৭। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও নির্মাণকাজ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার ভূমিকা।- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, নির্মাণকাজ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাসমূহ এই আইনের ৯ ও ১০ ধারার অধীনে গেজেট প্রজ্ঞাপণ অথবা বিধিমালায় নির্ধারিত মানমাত্রা, নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় নির্ধারিত কর্মপদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করিবে।

১৮। অতিরিক্ত বায়ুদূষক নিঃসরণ।- যে ক্ষেত্রে কোন কাজ বা ঘটনা বা কর্মকান্ড বা কোন দুর্ঘটনার ফলে এই আইনের অধীনে গেজেট প্রজ্ঞাপণ বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত বায়ু দূষক নিঃসরণ হয় বা নিঃসরণ হইবার আশংকা থাকে, সেই ক্ষেত্রে তদ্রুপ নিঃসরণের জন্য দায়ী ব্যক্তি এবং নিঃসরণ স্থানটির দখলদার ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত বায়ু দূষক নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৯। বায়ুমান উন্নয়ন তহবিল।-(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকার, বায়ুমান উন্নয়ন তহবিল নামে একটি পৃথক তহবিল প্রতিষ্ঠা করিবে, যাহা বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে।

২০। পুরস্কার।- কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বায়ুদূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং বায়ুর গুণমান রক্ষা ও উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখিলে তিনি সরকার কর্তৃক উৎসাহিত এবং পুরস্কৃত হইবেন ।

২১। অপরাধ।- (১) এই আইনের অধীনে কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইবেন যদি তিনি -

(ক) এই আইনের ধারা ৯ এর অধীনে সরকারের গেজেট প্রজ্ঞাপণ অথবা বিধিমালায় উল্লিখিত মানমাত্রা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদি মানিয়া চলিতে ব্যর্থ হন;

(খ) এই আইনের ১১(৫), ১১(৬), ১১(৭) ১২(২), ১২(৫), ১২(৬), ১৩(২), ১৬, ১৭ এবং ১৮ ধারার অধীন প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হন অথবা তা লঙ্ঘন করেন;

(গ) এই আইনের অধীনে প্রদেয় কোন প্রতিবেদন দাখিল অথবা তথ্য প্রদান করিতে ব্যর্থ হন অথবা এই ক্ষেত্রে মিথ্যা বিবৃতি দেন;

(ঘ) মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করিয়া লাইসেন্স বা অনুমোদন গ্রহণ করেন।

২২। দন্ড।-(১) কোন ব্যক্তি ২১ ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অর্থদন্ড অথবা কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন যাহা প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ বছর কারাদন্ড অথবা অনধিক ২ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড পর্যন্ত হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি ২১ ধারায় বর্ণিত অপরাধের পুনরাবৃত্তি করিলে তিনি নুন্যতম ২ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে অথবা নূন্যতম ২ বছর এবং সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত কারাদন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৩) উপধারা (১) এ বর্ণিত অর্থদন্ডের পরিমাণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করিয়া নির্ধারিত হইবে -

(ক) জনস্বাস্থ্য, জনকল্যাণ, নিরাপত্তা এবং পরিবেশের উপর ঐ অপরাধের তীব্রতার প্রভাব অথবা সম্ভাব্য প্রভাব;

(খ) অপরাধ সংঘটনে অবহেলা ও অসাবধানতার মাত্রা;

(গ) অপরাধ করিবার প্রবণতা;

(ঘ) অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অর্জিত আর্থিক বা অন্যান্য সুবিধা;

(ঙ) স্বাভাবিক কর্ম অবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক এলাকার সার্বিক দূষণে অবদান।

(৪) কোন স্থায়ী বায়ুদূষণকারী উৎস এই আইনের অধীনে ৩য় বারের মতো দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হইবে।

(৫) বায়ুদূষণ সংক্রান্ত অন্যান্য অপরাধ ও দন্ড বিধিমালা দ্বারা নির্ধারণ করা যাইবে।

২৩। কোম্পানি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ।-(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ কোন কোম্পানী কর্তৃক সংঘটিত হইলে, কোম্পানীটি এবং অপরাধ সংঘটনের সময় ইহার দায়িত্বে থাকা দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ ঐ অপরাধের জন্য দায়ী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যথারীতি আইনী ও শাস্তির প্রক্রিয়া শুরু হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি এই উপধারা অধীন কোন শাস্তির মুখোমুখি হইবেন না যদি তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, অপরাধটি তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে বা অপরাধ রোধে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

(২) উপধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হয় এবং ইহা প্রমাণিত হয় যে অপরাধটি কোম্পানির কোন পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তার জ্ঞাতসারে, সম্মতিক্রমে বা যোগসাজসে বা অবহেলার কারণে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে সেই সকল পরিচালক, ব্যবস্থাপক, সচিব বা অন্য কর্মকর্তা অপরাধটির জন্য দায়ী গণ্য হইবেন এবং যথারীতি আইনী প্রক্রিয়া ও শাস্তির মুখোমুখি হইবেন।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারায়-

(ক) "কোম্পানি" বলিতে কোন নিবন্ধিত কোম্পানি, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন বুঝাইবে;

(খ) "পরিচালক" বলিতে কোন প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্রে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের অংশীদার বা পরিচালনা পরিষদের সদস্যকে বুঝাইবে ।

২৪। অভিযোগ ও প্রতিকার।-(১) বায়ু দূষণের আশংকাগ্রস্ত বা বায়ু দূষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি লিখিতভাবে মহাপরিচালক বরাবর প্রতিকার চাইতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এর অধীন অভিযোগ প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক অথবা তদ্দকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা প্রতিকার প্রদানের নিমিত্তে গণশুনানিসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) উপধারা (২)-এর অধীন প্রতিকার প্রদানের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক বা তদ্দকর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা তদ্দকতৃক ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ অপরাধীর নিকট হইতে আদায় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রদান করিতে পারিবেন।

২৫। আপিল।- এই আইনের অধীন অধিদপ্তর কর্তৃক যে কোন সিদ্ধান্ত দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ১৪ অনুযায়ী আপিল করিতে পারিবেন।

২৬। আদালতের এখতিয়ার।- (১) উপধারা ২ এ যাহা কিছুই থাকুকনা কেন, মোবাইল কোর্ট আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষ্যে ভ্রাম্যমান আদালত এই আইনের অধিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ আমলে গ্রহণ করিয়া তাৎক্ষণিক বিচারের মাধ্যমে দন্ডারোপ করিতে পারিবে।

(২) পরিবেশ আদালত আইনের অধিন প্রতিষ্ঠিত পরিবেশ আদালত বা স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এই আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধ বিচারার্থে আমলে নিতে পারিবেন।

২৭। সরল বিশ্বাসে কৃতকার্যের সুরক্ষা।- এই আইন বা বিধিমালার অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের জন্য সরকার বা সরকারের কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন মামলা আইনগত কর্মকান্ড বা অন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

২৮। বিধি প্রনয়ণের ক্ষমতা।- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপণ দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে বিধি প্রনয়ণ করিতে পারিবে।

২৯। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।- এই আইনের অধীন কোন কার্য সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর বিধান সাপেক্ষে, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা যাইবে।

৩০। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ। (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজিতে পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।